বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানঃ মৌজা - কালাসাদক, ইউনিয়ন - ১নং ইসলামপুর পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা - কোম্পানীগঞ্জ, জেলা - সিলেট

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

জীবিকা সহায়তা পরিকল্পনা প্রতিবেদন
(Livelihood Assistance Plan)

জানুয়ারী, ২০২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, লজিস্টিক জটিলতা কমানো এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সুবিধার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণপূর্বক প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কৌশলগত বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (বিআরসিপি-১) গ্রহন করেন। এই প্রকল্পের অন্যতম অংশ হচ্ছে ভারত ও ভুটানের সহিত অতি প্রয়োজনীয় বানিজ্যিক সুবিধা বাড়ানোর জন্য মূল ভুমিকা পালনকারী স্থলবন্দর সমুহের অবকাঠামোর উন্নয়ন। সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ভোলাগঞ্জে নতুন স্থলবন্দর হিসেবে উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং গত জুলাই ২০১৯ তারিখে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই স্থল বন্দরে এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্মিত একটি অস্থায়ী আধা পাকা টিনশেড শুল্ক (কাস্টম) স্টেশন ছাড়া কোন ধরণের স্থাপনা নেই। বাংলাদেশ-ভারত জিরো লাইন বরাবর অবস্থিত সীমান্ত হাট ব্যতিত ৫২.৩০ একর অকৃষি ও পতিত খাস জমিতে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার থেকে উক্ত ৫২.৩০ একর পতিত খাস জমি (যার মালিকানা বাংলাদেশ সরকার, যেখানে অন্য কারো মালিকানা স্বত্ব নেই) দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারের সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করলে উক্ত মন্ত্রণালয় একটি চিঠির মাধ্যমে উক্ত জায়গায় ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর উন্নয়নের অনুমতি প্রদান করেন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রশাসনিক ভবন, যাত্রী টার্মিনাল ভবন, ওয়ার হাউস, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, জেনারেটর ভবন, ট্রাক পার্কিং এলাকা, বিশ্রামাগার, আবাসিক ভবন, খাবার রেস্তোরা ও স্টেশনারি দোকান, টয়লেট সুবিধা, ওয়ে ব্রীজ, প্রশস্ত পার্কিং এলাকা, হাসপাতাল ও মসজিদ, সুরক্ষিত সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীন সড়ক ও ড্রেইন নেটওয়ার্ক, পায়ে চলা পথ, ল্যান্ডস্কেপিং ও বৃক্ষ রোপণ, আলোকিত করণ, সাব-স্টেশন নির্মাণ, নিজস্ব গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সোলার পাওয়ার সিস্টেম নির্মাণ করা হবে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে থাকবে বন্দর এলাকার মধ্যে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা, নারীদের জন্য সংরক্ষিত বিশ্রাম কক্ষ, বিশেষ সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সকল বন্দর ব্যবহারকারীদের নিবাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ। এই জমিতে ভূমি মালিকানাহীন ব্যক্তিগণ বসবাস করে আসছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ছোট দোকানদারী করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও কিছু লোক পাথর ভাঙ্গার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কিছু অস্থায়ী স্থাপনা ও জীবিকার উপর ক্ষনস্থায়ী প্রভাব পড়বে। উক্ত জায়গার মধ্যে ১৫ টি অস্থায়ী পরিবারের ৬২ টি আবাসিক ও বানিজ্যিক স্থাপনা ও ৪৭ টি গাছ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ টি পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ পাথর ভাঙ্গার পক্রিয়ার সাথে জড়িত। এছাড়াও ৬ জন ছোট দোকান পরিচালনা করে।

প্রকল্প এলাকার আশেপাশে এই ধরণের অব্যবহৃত আরও বিরাণ খাস জমি আছে। যেহেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমি ও আশেপাশের জমি সরকারী মালিকানাধীন, এবং প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিদ্যমান অস্থায়ী স্থাপনাগুলো স্থানান্তরযোগ্য, তাই কিছু আথিক সহায়তা পেলে তাদের স্থাপনাগুলো অন্যত্র (আশেপাশের খাস জমিতে) পূনঃস্থাপন করতে পারবে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী সরকারী মালিকানাভুক্ত খাস জমিতে অবস্থানরত কোন অবৈধ বসবাসকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধাণ নেই, কিন্তু বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কতৃপক্ষ বিশেষ করে ভূমিহীন লোকদের জীবিকা সহায়তা বাবদ এককালীন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে ইচ্ছুক।

এইক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের নীতির বাধ্যবাধকতার সম্মতি দিতেই তাদের ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ ও পুরণের জন্য এই জীবিকা সহায়তা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতদনুসারে, মোট ৪১,২০ লক্ষ (৪.১২ মিলিয়ন) বাংলাদেশী টাকা ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬২টি স্থাপনা স্থানান্তরের ভাতা বাবদ ৩৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং ৪৭টি বিভিন্ন আকারের গাছের জন্য ৪.০৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাকারীদের প্রতি জনকে ৬০ দিনের জন্য দৈনিক ৫০০ টাকা হারে প্রদান করা হবে। ইহা ছাড়াও দুইজন নারী প্রধান পরিবারকে এককালীন নগদ অনুদান হিসেবে ৫০০০ টাকা দেওয়া হবে এবং এই পরিবারের লোকজনকে তাদের দক্ষতাকে বিবেচনা করে প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাদান্য দেওয়া হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কতৃপক্ষ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে আলাপ - আলোচনার মাধ্যমে ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রকল্প এলাকার আশেপাশে অবস্থিত খাস জমির বরাদ্দ পেতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।